যুগান্তর

তারিখ ... 5 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সোমবার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী গ্রাজুয়েটকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান — পিআইডি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সোমবার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তনে সভাপতি ও চ্যান্সেলরের ভাষণে এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যেন কেবল পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে সে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ড. হান্নান ফিরোজ, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি গ্রহণের জন্য চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সামনে উপস্থাপন করেন বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান চর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নের নানা দিক আলোচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতি গঠনে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমাদের প্রজন্মকে অবশ্যই বিজ্ঞানমনস্কভাবে গড়ে তুলতে

নিশ্চিত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

নিশ্চিত : মানসম্মত শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'দিনবদলের সনদ'র কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সনদ বাস্তবায়িত হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একজন পরিপূর্ণ মানুষের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা উভয়ের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দরকার বিবেক ও সাংস্কৃতিক চেতনা। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তার জন্য সাধারণ মানুষ নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার কর্তাব্যক্তিরা দায়ী। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে আজ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে যোগদানের আহ্বান জানান।

সমাবর্তন বক্তার বক্তব্যের পরই শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ডিনরা শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের পর চ্যান্সেলর ডিগ্রি প্রদান করেন। সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করায় সমাবর্তনে মোট ৬ জনকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক এবং ১২ জনকে স্টামফোর্ড প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। স্বর্ণপদক বিজয়ীরা হলেন— নাজমুল কবির, রিয়াজুল হাসান, মহুয়া চক্রবর্তী, এএস মাহমুদ, দীপক কান্তি পাল, প্রতোষ কান্তি দাশ। প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন— হুমায়ুন কবির, জান্নাত আরা রহমান, জীনাত ফারজানা, ইসমাইল হোসাইন পাটোয়ারী, হোসাইন মাহমুদ শামীম ফরহাদ, রিয়াজউদ্দিন, বাবুল মিয়া, তাসনিম তৈয়ব, মোস্তাফিজুর রহমান, সানজীন রহমান রুম্মি, মাহমুদ হাসান কায়েস, ফারজানা রহমান।

রাষ্ট্রপতির সমাপনী ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম পর্বের শেষ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর দ্বিতীয় পর্ব মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।